পাঠ্যবই ঠিক সময়ে বিতরণে মুদ্রণ সংকট নিরসনে জোর

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ২১ নভেম্বর ২০২৫ | ০৭:৪৭

| প্রিন্ট সংস্করণ

আগামী ১ জানুয়ারির আগেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যের পাঠ্যবই পৌঁছে দিতে নড়েচড়ে বসেছে সরকার। বই ছাপার দায়িত্বপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে গতকাল বৃহস্পতিবার মতবিনিময় করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীন।

সভা সূত্র জানায়, সভায় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যার সমাধানে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় সবাইকে আশ্বস্ত করে জানানো হয়, ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই দেশের সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর হাতে নির্ধারিত সময়ে মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দিতে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

সার্বিক দিকনির্দেশনায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মুদ্রণ, বাঁধাই ও বিতরণের প্রতিটি ধাপে মনিটরিং জোরদার করেছে।

গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এই আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা হয়। এতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।
সভা সূত্র জানায়, সভায় সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার সঙ্গে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান মালিকদের মতবিনিময় সভায় উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে গৃহীত উদ্যোগের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরবরাহকৃত বইয়ের বিল দ্রুত পরিশোধের বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়। এ ছাড়া নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, বই পরিবহন ও সংরক্ষণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সাপ্তাহিক ছুটির দিনসহ নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে বই গ্রহণের ব্যবস্থা করা এবং পাঠ্যপুস্তক পাঠানোর আগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বই সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত স্থান নিশ্চিত করার বিষয়েও আলোচনা হয়। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ১৮ নভেম্বর এক ভার্চুয়াল সভায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের এক হাজারেরও বেশি বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাদের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুদ্রণ, বাঁধাই ও বিতরণ কাজকে আরও গতিশীল করার নির্দেশ দেন তিনি।
সভা শেষে এনসিটিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম আসাদুজ্জামান সমকালকে জানান, অংশীজনের সমন্বিত সহযোগিতায় নির্ধারিত সময়ে দেশের সব শিক্ষার্থীর হাতে মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।